ENSEMBLE
A bi-lingual peer reviewed academic journal
ISSN 2582-0427 (Online)
Volume 2, Number 1
March, 2020
http://www.ensembledrms.in

https://doi.org/10.37948/ensemble-2020-0201-a003

‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকা ও বাংলা সাহিত্য

(‘BANGABANI’ PATRIKA AND BENGALI LITERATURE)

Rajarsi Ray [1]✉

প্রবন্ধ নির্দেশক সংখ্যাঃ
২০০২১১৭৫ এন ১ বি ই আর ওয়াই

প্রবন্ধ সংক্রান্ত নথিঃ
জমা – ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২০
গ্রহণ – ২০ই মার্চ ২০২০
বৈদ্যুতিন প্রকাশ – ২২ই মার্চ ২০২০

সূচকশব্দঃ
সাময়িকপত্র, বিজয়চন্দ্র মজুমদার’, ‘পথের দাবী’, ছিটে ফোঁটা, দ্বিজেন্দ্র সংগীত

সারসংক্ষেপঃ
বহু পত্রিকার জন্ম ও মৃত্যুর সাক্ষী বাংলা সাময়িক পত্রের দুশো বছরের ইতিহাস। উনিশ শতকের পত্রিকাগুলি নবজাগৃত বাংলার সমাজ ও সাহিত্যকে দিশা দেখিয়েছিল। বিশ শতকের পত্রিকায় বিকশিত হয় নানা সাহিত্যিক প্রবণতা। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায় রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকার পথ চলা শুরু। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি শিল্প সংস্কৃতি, সংগীত, ইতিহাস, কৃষি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, সাহিত্য সমালোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। দেশি বিদেশি বিভিন্ন ব্যক্তিদের জীবনী, মতবাদ ছাপা হত। ‘সবুজপত্র’ এবং ‘কল্লোল’- এর মধ্যবর্তীপর্বে ‘বঙ্গবাণী’র প্রকাশ। ‘সবুজপত্র’, ‘নারায়াণ’ এবং ‘কল্লোল’ পত্রিকার বহু লেখক এখানে যেমন লিখেছেন তেমনি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পালের লেখা, চিত্তরঞ্জন দাশের অপ্রকাশিত গান প্রকাশিত হয়েছে ‘বঙ্গবাণী’তে। সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি প্রকাশিত হয়। সামগ্রিক বাংলা জীবন সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন ‘বঙ্গবাণী’ পৃষ্ঠপোষকেরা। ক্ষণস্থায়ী হয়েও ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকা সেকালে হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথার্থ মুখপত্র। গত শতাব্দীর কল্লোল পূর্বে বাংলা সাহিত্যচর্চা সহ সেকালের জীবনচেতনা ও ঘটনাবলির সামগ্রিক পরিচয় বহন করে ‘বঙ্গবাণী’।

সাময়িকপত্র আধুনিকতার চিহ্ন। মুদ্রণশিল্পের বিকাশ, পড়ুয়া জনসংখ্যার বৃদ্ধি আর সামাজিক চাহিদা সাময়িকপত্র উদ্ভবের অন্যতম কারণ। শিল্পবিপ্লবের ফলে পাশ্চাত্যের নবোদ্ভুত সমাজ ব্যবস্থা সাময়িকপত্রের বিকাশ ও ব্যাপ্তিকে প্রসারিত করে। বিনোদন, মতামত প্রকাশ থেকে শুরু করে সমাজ বিপ্লব, আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে সাময়িকপত্রের অবদান অস্বীকার করা যায় না। সামায়িকপত্রের চাহিদার জন্যই উনিশ

[1] [First Author] ✉ [Corresponding Author] Research Scholar, Visva Bharati University (A Central University), Shantinikatan, West Bengal, INDIA; **Email: rajarsiray2010@gmail.com**

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

শতকের ইউরোপ-আমেরিকায় উদ্ভব হয়েছে ছোটগল্পের। পশ্চিমের মতো আধুনিক বাঙালি জীবন ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে সাময়িকপত্র। উনিশ শতকে খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' ও 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাময়িকপত্রের সূচনা। উনিশ শতকের প্রথমদিকের পত্রিকাগুলি যেমন একদিকে সমকালের সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে তেমনি অন্যদিকে পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হতে থাকে নানা ধরনের গদ্যজাতীয় লেখা। 'সমাচারচন্দ্রিকা'য় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকশা জাতীয় রচনা, 'সংবাদপ্রভাকর'-এ ঈশ্বর গুপ্তের আধুনিক জীবনঘেঁষা গদ্য এর উদাহরণ[২]। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা বাংলা ভাষায় মননশীল রচনার ধারাকে প্রসারিত করে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্র হিসাবে এই পত্রিকার জন্ম হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন জনের সুলিখিত রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের রচিত প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে পরিণত রূপ দানে সহায়তা করেছিল[২]। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'বঙ্গদর্শন'-এর পূর্বে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), 'মহিলা' (১৮৫৪), 'বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা' (১৮৫৫), 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮), 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৩) ইত্যাদি নানান পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাদের নিজস্বতাকে সঙ্গে করে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন'–এর আবির্ভাব হলে বাংলা সাহিত্যে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তার কথা সকলেরই জানা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের নবজাগৃত শিক্ষিত বাঙালি জনমানসের চেতনা নির্মাণে ও দিশাদানে অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পথ চলা বন্ধ হলে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির থেকে একে একে প্রকাশিত হয় 'ভারতী', 'বালক' ও 'সাধনা'। গল্প, কবিতা সহ নানা সৃজনশীল রচনা সমৃদ্ধ 'ভারতী', শিশু কিশোরদের উপযোগী 'বালক' আর উনিশ শতকের শেষ দশকে সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের কিশোর ও যৌবনকালের বহু রচনা প্রকাশ পায়। রবীন্দ্র ছোটগল্পের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'হিতবাদী'। উনিশ শতকের শেষ দিকে রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শের থেকে পৃথক ধারার লেখক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের 'নব্যভারত', 'ভারতী', 'সাহিত্য' বিশ শতকেও দীর্ঘ পথ চলেছিল। নতুন শতাব্দীতে সাড়া বিশ্বজুড়ে নব জীবনচেতনার উন্মেষ। মানবমন, সমাজ, সাহিত্য সবক্ষেত্রেই দেখা দিল নিত্য নতুন প্রবণতা। নতুনত্বকে বরণ করে বিশ শতকের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নবরূপে প্রকাশিত হল 'বঙ্গদর্শন'। এলাহবাদ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক 'প্রবাসী'ও আধুনিক জীবনের বার্তা বহন করে। রবীন্দ্রনাথ বেশি দিন নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক ছিলেন না, তবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর 'প্রবাসী'র নিরন্তর প্রচেষ্টা বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখ্য। বিশ শতকের প্রথমদিকে নানা ভাবনা নিয়ে পথ চলা শুরু করে 'সবুজপত্র', 'মানসী', 'মর্মবাণী', ভারতবর্ষ, 'নারায়ণ'-এর মতো পত্রিকা। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গবাণী'।

'আমার বড়দাদা ও মেজদাদা-রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর উৎসাহে ও প্রযত্নে আমাদের বাড়ি থেকে ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। পিতৃদেব তখন বর্তমান। হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে আসীন। এপ্রচেষ্টায় তাঁরও সক্রিয় সহানুভূতি থাকে। প্রথম দিকে যুগ্ম সম্পাদক থাকেন – ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার। পরে একা বিজয়বাবুই সম্পাদক থাকেন। আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে এ-কাজে মেতে উঠি।'[৩] - উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথায় এভাবেই ধরা পড়েছে বঙ্গবাণীর জন্ম ইতিহাস। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নতিতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রেরণায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েরর উদ্যোগে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার যাত্রা শুরু। পত্রিকার কার্যালয় ভবানীপুরের ৭৭ নং রসা রোড যার পরে নাম হয় আশুতোষ মুখার্জি রোড। রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। সম্পাদকদ্বয় দুই জনেই ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তি। দীনেশচন্দ্র সেন ঢাকা কলেজ থেকে এফ এ পাশ করে

হবিগঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বাংলার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে পুঁথি ও পল্লি সাহিত্য সংগ্রহ করে ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ নামে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডারপদে যোগদান করেন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। ‘বৃহৎবঙ্গ’ ‘ময়মনসিংহ গীতিকা’ দীনেশচন্দ্র সেনের উল্লেখযোগ্য বই। বাংলা ভাষা- সাহিত্যধারা, বাংলার ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রবন্ধ তিনি ‘বঙ্গবাণী’তে প্রকাশ করেন। প্রথম দুই বছর বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনার পর তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দেন। অন্য সম্পাদক বিজয়চন্দ্র মজুমদার একদিকে যেমন কবি, প্রাবন্ধিক, ভাষাতাত্ত্বিক অন্যদিকে তিনি আইনজ্ঞ, দার্শনিক এবং বহুভাষাবিদ। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত কেশবচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিজয়চন্দ্র কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীন সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কর্মজীবনের প্রথমদিকে ওড়িশাতে থাকার সময়েও লেখালেখি চালিয়ে যান। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত, পালি, ওড়িয়া, তামিল, উর্দু ভাষায় পারদর্শী বিজয়চন্দ্র অনুবাদ ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন। চোখের অসুখের জন্য তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয় ছাড়াও গল্প, কবিতা, রম্যরচনা লিখেছেন ‘বঙ্গবাণী’র পাতায়। ‘ছিটেফোঁটা’ নামের নিয়মিত বিভাগে অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু রসজ্ঞ গল্প কবিতা লিখতেন তিনি। দেশ বিদেশের নানা ঘটনাবলি অংশে নিয়মিত বিজয়চন্দ্রের লেখা ছাপা হত। চর্যাপদ এবং বাংলা ভাষা নিয়ে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ তিনি এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। চর্যাপদ সম্পর্কে তাঁর নানান মন্তব্য সেসময়ে আলোড়ন ফেলেছিল। ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকার প্রতি সংখ্যার প্রথম পাতার শীর্ষে গ্রাম বাংলার চিত্রের তলায় উদ্ধৃত থাকত দ্বিজেন্দ্রগীতি “আবার তোরা মানুষ হ” অর্থাৎ এযেন বঙ্গবাসীর প্রতি আহ্বান আগামীদিনের ‘মানুষ’ হতে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের যে উন্নতি করেছেন তা স্মরণ করে বঙ্গবাণীর উদ্দেশ্য নিয়ে বলতে গিয়ে প্রথম সংখ্যাতে বলা হয়, ‘সুবুদ্ধির পরিচালনা না থাকিলে হিতৈষণার মোহ, কেবল অন্ধকার সৃষ্টি করে ও উচ্ছৃঙ্খল উৎসাহ সমাজে আত্মদ্রোহ ও আত্মহত্যা টানিয়া আনে। যাহারা কর্ম্মের নামে ব্যগ্র ও চঞ্চল তাহারা চিন্তাশীলদিগকে অকর্ম্মা বলিয়া উপেক্ষা করিবেই, কিন্তু উৎসাহ পীড়িত কর্ম্মীদলের নায়কদিগকে পরোক্ষভাবে নিয়মিত করিবার জন্য চিন্তাশীলদিগের অভিজ্ঞতার বাণী নিরন্তর প্রচার করিবার প্রয়োজন। আমরা এদিনে হিতৈষী মন্ত্র-দ্রষ্টাদের মন্ত্রণা ভিক্ষা করিতেছি।”[৪] ‘হিতৈষী মন্ত্র-দ্রষ্টাদের’ তালিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, অক্ষয়কুমার সরকার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সজনীকান্ত দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, নরেন্দ্র দেব, বিমানবিহারী মজুমদার, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, সুনীতি দেবী, রাধারাণী দত্ত, হরিহর শেঠ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

‘বঙ্গবাণী’র প্রথম সংখ্যার প্রথমেই ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় ‘বাণী বিনিময়’ কবিতাটি। ‘বঙ্গবাণী’তে প্রকাশিত রবীন্দ্র গল্প ‘পরীর পরিচয়’ বর্তমানে ‘লিপিকা’তে অন্তর্গত। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা, গান, অভিভাষণ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ‘সাহিত্য’, ‘তথ্য ও সত্য’ এবং ‘সৃষ্টি’ নামে বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হয় ‘বঙ্গবাণী’তে। অনেক সময়ে বঙ্গবাণীর সূচিতে রবীন্দ্রনাথের নাম ‘ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিও প্রকাশ হয় ‘বঙ্গবাণী’র পাতায়। এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায় অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর। ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ‘বঙ্গবাণী’র পাতায় প্রকাশ করতে চেয়ে একটি বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন তিনি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা রবীন্দ্র পত্র প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। সেকালের প্রায় সব বাঙালি লেখকের রচনা ছাপা হলেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোনো লেখা ‘প্রবাসী’ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়নি[৫]। ‘বঙ্গবাণী’তে শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে অসম্মত হলেও

পরবর্তীতে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথায় শরৎচন্দ্র 'বঙ্গবাণী'তে লিখতে রাজি হন[৬]। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন থেকে ধারাবাহিকভাবে 'পথের দাবী' প্রকাশ হলে স্বাধীনতা আন্দোলনে মুখরিত বঙ্গদেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উপন্যাস শেষ হলে 'বঙ্গবাণী' কার্যালয় থেকে 'পথের দাবী' বই আকারে প্রকাশ পায়। এছাড়া শরৎচন্দ্রের রচিত 'মহেশ' এবং 'অভাগীর স্বর্গ', 'সতী' প্রকাশিত হয়। 'মহেশ' গল্পকে নিয়ে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'শরৎচন্দ্রের মহেশের প্রতি'। এই পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পালের 'বাংলার নবযুগের কথা', 'বাংলায় ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরেজ শাসনের ইতিহাস' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয় তাঁর আমেরিকার ভ্রমণকাহিনি। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর 'বঙ্গবাণী'তে বহু লেখা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে অন্যতম ১৩৩২ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত সুভাষচন্দ্র বসুর চিঠি। 'মাসিক বসুমতী'র পাতায় দেশবন্ধুকে নিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা পড়ে মুগ্ধ সুভাষচন্দ্র বসু চিঠির মারফত নিজস্ব অনুভূতির কথা জানান শরৎচন্দ্রকে যা 'বঙ্গবাণী'তে মুদ্রিত হয়। চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে জীবনানন্দ কবিতা লিখেছিলেন 'বঙ্গবাণী'তে। এছাড়াও দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর রচিত কয়েকটি অপ্রকাশিত গান প্রকাশ করে 'বঙ্গবাণী'। ধারাবাহিক আলোচনা ও প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'আমরা ও তাঁহারা'। শিল্প প্রবন্ধ হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাগীশ্বরী' প্রবন্ধগুলি (পত্রিকায় এই নামেই প্রকাশিত) 'বঙ্গবাণী'-এ ছাপা হতে থাকে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় গল্প 'সমুদ্রগুপ্ত', অনুরূপা দেবীর 'হারানো খাতা', হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অপরাজিতা' উপন্যাস 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়। এছাড়া এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে বনফুলের বিভিন্ন ছোটগল্প, অণুগল্প। সংগীতের স্বরলিপি প্রকাশ করতেন মোহিনী সেনগুপ্তা। বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা লিখতেন জগদানন্দ রায়। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিভিন্ন সভার বক্তব্য প্রকাশিত হত 'বঙ্গবাণী'র পাতায়। বিজলিবিহারী সরকার লিখতেন কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে। দ্বিজেন্দ্রপুত্র দিলীপকুমার রায়ের ভ্রমণকাহিনি, বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্রীম লিখিত রামকৃষ্ণ কথামৃতের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি সংখ্যায়। 'আইন আদালত', 'পুরাতনী', 'প্রতিধ্বনি', 'সাহিত্য বীথি', 'ছিটেফোঁটা' ইত্যাদি ছিল নিয়মিত বিভাগ। 'আইন আদালত'-এ প্রকাশিত হত ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের নানা আইন সম্বন্ধীয় রচনা, যেমন 'ভারতীয় আইন ব্যবস্থার নূতন বিধি', 'শাসন ও বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রতা', 'চুক্তি আইনের ইতিহাস', 'উকিলের ফিস' ইত্যাদি । 'পুরাতনী' বিভাগে সাহিত্য সমালোচনা প্রকাশিত হত যেমন 'রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য-চিন্তা', 'শকুন্তলার চিত্র প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র' প্রভৃতি। পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় থাকত সেই মাসের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত আকর্ষনীয় বিবরণ। উদাহরণ হিসাবে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যাটিকে ধরলে দেখা যায় এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে 'ভারতবাসীরা কি এক নেশন নয়?', 'বিশ্বপ্রীতির নূতন উদ্যোগ', 'দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডের স্বরাজ', 'ভাত কাপড়ের শনি', 'ইউরোপীয় মুরুব্বি' ইত্যাদি। পুস্তক সমালোচনার বিভাগও শুরু হয় প্রথম বর্ষে। 'প্রতিধ্বনি' বিভাগে পুরনো পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা পুনর্মুদ্রিত করা হত, যেমন মহাত্মা ও এন্ড্রুজের লেখা তিলকের জীবন ১৩৩০ ভাদ্রে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিক দিক থেকে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিভাগ 'ছিটেফোঁটা'য় নানা জনের ছোট আকারের আকর্ষণীয় কবিতা, গল্প, রম্যরচনা প্রকাশিত হত। 'ছিটেফোঁটা'য় সম্পাদক বিজয়চন্দ্র মজুমদার ছাড়াও লিখতেন সুনীতি দেবী, বনফুল, সতীশচন্দ্র ঘটক, রসময় লাহা প্রমুখ। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী, কালীকৃষ্ণ মিত্রর স্মৃতিকথা লিখেছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। এছাড়া সতীশচন্দ্র বাগচীর অনূদিত বিদেশি গল্প, মলিয়র, দান্তে, লেনিনের স্মরণে কবিতা প্রভৃতি বহুমুখী রচনা প্রকাশিত হত 'বঙ্গবাণী'তে।

উনিশ শতকের ধারাকে বজায় রেখেই বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলায় প্রকাশিত হতে থাকে নানা ধরনের পত্রিকা, সেই সঙ্গে নতুন শতাব্দীতে বাংলা পত্রিকায় দেখা যেতে থাকে নানা প্রবণতা। এসব থেকেই নিত্যনতুন মাত্রা লাভ করে বাংলা সাময়িকপত্রের ধারা এবং বাংলা সাহিত্য। নতুন শতকের প্রারম্ভে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর 'প্রবাসী' পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। তারপর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ‘সবুজপত্র’-এর আত্মপ্রকাশ। ‘সবুজপত্র’ পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে নিয়ে আসে ‘প্রাণোজ্জ্বল যৌবনদীপ্ত গতিশীল এক জীবনবোধ ও শিল্পচেতনা’ যার নেপথ্যে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ[৭]। ‘সবুজপত্র’র সমসময়ে রবীন্দ্র বিরোধিতায় প্রকাশিত হয় চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদিত ‘নারায়ণ’ পত্রিকা[৮]। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রোত্তর যুগ সৃষ্টির প্রয়াসে পথ চলা শুরু করেছিল ‘কল্লোল’ পত্রিকা। ‘প্রবাসী’, ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার পরবর্তী এবং ‘কল্লোল’ পত্রিকার পূর্ববর্তী পত্রিকা হিসাবে ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাই বলা যেতে পারে বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে এই ‘বঙ্গবাণী’। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন লেখকের রচনা। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তো ছিলেনই সেই সঙ্গে পাওয়া যায় বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশের লেখা। আবার জীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামে প্রকাশিত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যকর্মের প্রথমদিকের কবিতাগুলি, যেমন ‘নিবেদনী’, ‘রামদাস’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘হিন্দু-মুসলমান’ ইত্যাদি। এছাড়াও প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ প্রমুখ তরুণ লেখকের রচনাও এখানে স্থান পেয়েছে। কোনো বিশেষ মতাদর্শকে অনুসরণ নয়, বরং বাংলা ভাষা সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নতি সাধন ছিল ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকার উদ্দেশ্য। স্বল্প সময়ের জন্য প্রকাশিত হয়েও ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যেমন ‘পথের দাবী’, ‘মহেশ’, ‘বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধ’-র মতো বাংলা সাহিত্যের নানা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তেমনি এই পত্রিকার জ্ঞানচর্চার পরিধি ছিল বিস্তৃত। পত্রিকার পাতা খুললেই বোঝা যায় এই পত্রিকা শুধু সাহিত্য আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না, সমকালের দেশ বিদেশের নানা ঘটনা, রাজনীতি অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প সংস্কৃতি, সংগীত, কৃষি প্রযুক্তি – প্রায় সবকিছুই আলোচনা হত পত্রিকার পাতায়। আসলে ব্রিটিশ শক্তির অধীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসার পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের অন্যতম পীঠস্থান ছিল বাংলা। সে সময়ের দেশ-বিদেশের নানা ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয় বঙ্গদেশ। বাঙালিরা স্বদেশ-বিদেশের নানা জায়গায় যাতায়াত শুরু করে, সেখানকার জীবনযাত্রা, মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আসে। নানা বিষয়ে নিত্য চর্চার অবকাশ তৈরি হয় নগর কলকাতায়। এই সময়ে বিভিন্ন বিষয় চর্চার পাশাপাশি বাংলার মানুষের মধ্যে বিকশিত হয় সামাজিক, রাজনৈতিক চেতনা। বঙ্গভঙ্গের ফলে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকে, দেখা দেয় স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লবী কার্যকলাপ। এসবের কারণে সেসময়ের সাময়িকপত্রগুলি শুধু সাহিত্য আলোচনায় থেমে না থেকে, হয়ে উঠে সামগ্রিক জ্ঞানচর্চার আধার। ‘বঙ্গবাণী’র পত্রিকা সেই ধারাতেই বিকশিত। সাহিত্যিক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী, বিপ্লবী, সমাজবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক সকলেই যুক্ত ছিলেন এই পত্রিকার সঙ্গে। সেই সঙ্গে পত্রিকার দুই সম্পাদকের পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা পত্রিকাটিকে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। ইতিপূর্বেই এঁদের কর্মজীবন আলোচিত হয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায় নানা বিষয়ে তাঁরা আগ্রহ রাখতেন যার চিহ্ন স্পষ্টতই বর্তমান পত্রিকার পাতায়। ‘টমাস ও রামরাম বসু’, ‘কাঁচড়াপাড়া-কবিকর্ণপুর’, ‘শ্রীবাস-ঈশ্বরগুপ্ত’ ইত্যাদি প্রবন্ধ যেমন দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন তেমনি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ‘চর্য্যার ও দোঁহার রচয়িতাদের পরিচয়’, ‘বৌদ্ধগান ও দোঁহা’, ‘চর্য্যাপদ ও দোঁহার রচনার সমগ্র’, ‘বৌদ্ধগান ও দোঁহার ভাষা’ ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি সেকালের চর্যাপদ চর্চায় ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তাঁর বাংলা ভাষার কথা বলার রীতি, ভাষার ছাঁদ নিয়ে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী, কালীকৃষ্ণ মিত্রর স্মৃতিকথা লিখেছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গদর্শন প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুভব, ‘কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। ... এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে’[৯] , যেকোনো পত্রিকার ক্ষেত্রেই সত্য। বাংলা সাময়িক পত্রের দুশো বছরের ইতিহাসে বহু পত্রিকার জন্ম হয়েছে আবার কালগর্ভে তারা বিলীনও হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকেই তাদের কিছু প্রভাব রেখে গেছে বাংলা সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একাধিক পত্রিকার মাঝে ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকা যে সংযোগ

রক্ষা করেছে, তা গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষণস্থায়ী হয়েও 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা সেকালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথার্থ মুখপত্র যে হয়ে উঠেছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এছাড়া সমকালের সাহিত্য, ভাষা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা, শিল্প, সংগীত, বিজ্ঞান চর্চায় এই পত্রিকার অবদান আলোচনা করা হয়েছে। অল্পকালের জন্য হলেও বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্র 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় খুঁজে পাওয়া যায়, যা আজকের দিনে সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণায় বিশেষ সহায়তা দান করে।

উল্লেখপঞ্জি

[১] দত্ত ভবতোষ, ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পাদক ও সাহিত্যপত্র, দেশ, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭, আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা ১, পৃ. ২৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

[৩] মুখোপাধ্যায় উমাপ্রসাদ, পথের দাবী প্রকাশন প্রসঙ্গ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ১৯৬০, পৃ. ৪৩২

[৪] (সম্পাদক) বঙ্গবাণী, দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৮, কলকাতা পৃ. ৩

[৫] দত্ত সন্দীপ, বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় খণ্ড, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৫

[৬] মুখোপাধ্যায় উমাপ্রসাদ, পথের দাবী প্রকাশন প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৩৩

[৭] রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, অভী প্রকাশন, কলকাতা ১, ১৩৮০, পৃ. ১০

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৯] চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, যোগেন্দ্রচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ফাল্গুন ১৪০৯, কলকাতা ৯, পৃ. ২৪৭

গ্রন্থপঞ্জি

আকর

- বঙ্গবাণী, দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর, কলকাতা, প্রথম বর্ষ প্রথমার্ধ, ফাল্গুন ১৩২৮– শ্রাবণ ১৩২৯ ।
- বঙ্গবাণী, দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর, কলকাতা, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয়ার্ধ, ভাদ্র-মাঘ ১৩২৯।
- বঙ্গবাণী, দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর, কলকাতা, দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয়ার্ধ, ভাদ্র-মাঘ ১৩৩০।
- বঙ্গবাণী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর, কলকাতা, তৃতীয় বর্ষ প্রথমার্ধ, ফাল্গুন ১৩৩০-শ্রাবণ ১৩৩১ ।
- বঙ্গবাণী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর, কলকাতা, চতুর্থ বর্ষ প্রথমার্ধ, ফাল্গুন ১৩৩১-শ্রাবণ ১৩৩২।
- বঙ্গবাণী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর, কলকাতা, চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয়ার্ধ, ভাদ্র-মাঘ ১৩৩২।
- বঙ্গবাণী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর, কলকাতা, পঞ্চম বর্ষ প্রথমার্ধ, ফাল্গুন ১৩৩২-শ্রাবণ ১৩৩৩।
- বঙ্গবাণী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর, কলকাতা, পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয়ার্ধ, ভাদ্র-মাঘ ১৩৩৩।
- বঙ্গবাণী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর, কলকাতা, ষষ্ঠ বর্ষ প্রথমার্ধ, ফাল্গুন ১৩৩৩- শ্রাবণ ১৩৩৪।
- বঙ্গবাণী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর, কলকাতা, ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয়ার্ধ, ভাদ্র-মাঘ ১৩৩৪।

সহায়ক

- উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ১৯৬০।
- দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, অভী প্রকাশন, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা ১, ১৩৮০।
- বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, ফাল্গুন ১৪০৯।
- বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় খণ্ড, সন্দীপ দত্ত, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬।

পত্রিকাপঞ্জি

- কোরক সাহিত্য পত্রিকা, তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, বইমেলা ২০১৯, বাগুইহাটি, কলকাতা ৫৯।
- ২. দেশ, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭, আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা ১।